তারিখ ... 24 JUN 1994
পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম ...

দৈনিক বাংলা

100

শিক্ষকরা সকল কর্মসূচী প্রত্যাহার করেছেন

শিক্ষকদের সরকারী অনুদান ৮০ ভাগ হবেঃ প্রধানমন্ত্রী

বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকরা বৃহস্পতিবার তাদের ধর্মঘট ও অন্যান্য কর্মসূচী প্রত্যাহার এবং ক্লাস নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

বৃহস্পতিবার রাতে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (আইসিসি) প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষক লিয়াজোঁ কমিটি ও বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (আশরাফ–নজরুল) নেতৃবৃন্দের বৈঠকের পর তাদের ধর্মঘট এবং অন্যান্য কর্মসূচী প্রত্যাহারের এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। খবর বাসস'র।

বৈঠকে বেসরকারী শিক্ষক নেতৃবৃন্দ তাদের ধর্মঘট ও অন্যান্য কর্মসূচী প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলেন, ধর্মঘটের জন্য ছাত্রছাত্রীদের যে ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে দেয়ার জন্য তারা অতিরিক্ত ক্লাস নেবেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের আগে বেসরকারী শিক্ষক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সরকার পক্ষের সফল আলোচনা হয়।

প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, বেসরকারী স্কুল ও কলেজ শিক্ষকদের মূল বেতনে সরকারী অনুদান বর্তমানের শতকরা ৭০ ভাগ থেকে বাড়িয়ে শতকরা ৮০ ভাগ করা হবে। ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারী থেকে এটা কার্যকর হবে বলে তিনি জানান।

তিনি আরো বলেন, ১৯৯৪ সালের জুলাই থেকে শিক্ষকদের একটি টাইম স্কেল, ও দেয়া হবে। শিক্ষকদের চিকিৎসাভাতা ১০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫০ টাকা করা হবে। এটাও '৯৪–এর জুলাই থেকে কার্যকর হবে। শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্টও পুনর্গঠিত করা হবে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার সরকার সর্বদাই শিক্ষকদের সবচাইতে বেশি মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি তাদের কল্যাণে সম্ভাব্য সবকিছু করার আশ্বাস দেন। বেগম খালেদা জিয়া বলেন, শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষকদের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তিনি শিক্ষকদের প্রতি তার সরকারের গৃহীত শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহায়তা করার আহবান জানান।

শিক্ষা খাতে বাজেটে সর্বাধিক অর্থ বরাদ্দের ও দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রবৃত্তি চালু করার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিক্ষা বিস্তারে তার সরকার গৃহীত ব্যাপক কর্মসূচীর ইতিবাচক ফল অল্প সময়ের মধ্যে পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, শিক্ষার ক্ষেত্রে সুফল

(৮–এর পৃঃ ৩–এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষকদের সরকারী

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পাওয়া গেলে সে কৃতিত্ব হবে শিক্ষকদের।

বেসরকারী শিক্ষক নেতৃবৃন্দের মধ্যে শেখ আমানুল্লাহ, মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, নজরুল ইসলাম, কাজী ফারুক আহমেদ নূরুল্লাহ ও আসাদুল হক এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

এলজিআরডি ও সমবায়মন্ত্রী আবদুস সালাম তালুকদার, ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী তরিকুল ইসলাম, শিক্ষামন্ত্রী জমিরুদ্দিন সরকার, শ্রম ও জনশক্তিমন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ ইউনুস খান এবং কামরুল ইসলাম এমপিও এ সময় উপস্থিত ছিলেন।